ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় অংশীজনের করণীয়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের প্রধানতম খাত হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্প। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তৈরী পোশাক কারখানাগুলো ছোট-বড় নানা ধরনের দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়। আর এসব দুর্ঘটনার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে অনিয়ম ও দুর্নীতি দায়ী। ২০১৩ সালে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় এ খাতের কাঠামোতে বিদ্যমান অস্বচ্ছতা ও বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরা হয়। পরবর্তী দু'বছরে এ খাতের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও বায়ার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কমপ্লায়েন্সবিহীন কারখানাসহ অনেক কারখানায় এখনো তার প্রতিফলন দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জবাবদিহিতার অভাব ও ক্ষেত্রবিশেষে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সমাধানে টেকসই 'সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা' ও কার্যকর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা ক্রেতাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। পশ্চিমা ক্রেতারা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে কারখানার মালিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে এ পরিপ্রেক্ষিতে এ খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানি ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ যৌথভাবে এ গবেষণার উদ্যোগ নেয়।

প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য, তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা, এসব অনিয়ম ও দুর্নীতিতে অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করা, এবং এসব দুর্নীতি কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। এ গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বিশেষ করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রেতা/প্রতিনিধি/বায়িং হাউজ/বায়িং এজেন্ট, তৈরি পোশাক কারখানার মালিক/কর্মকর্তা, শ্রমিক, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক, পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ, মার্চেন্ডাইজার, শিপিং এজেন্ট ও ব্যাংকারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন/অধ্যাদেশ, আন্তর্জাতিক চুক্তি/ঘোষণা, সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত সংবাদ/নিবন্ধন ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় তৈরী পোশাক সাপ্লাই চেইনকে কার্যাদেশ, উৎপাদন ও সরবরাহ এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সংগঠিত দুর্নীতির প্রক্রিয়া পর্যলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: তৈরী পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে দুর্নীতি মোকাবেলায় বায়ার, বিজিএমইএ, সরকার, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যে টিআইবি ১৩ দফা তাৎক্ষণিক করণীয় ও ১৪ দফা কাঠামোগত সুপারিশ উত্থাপন করে। তাৎক্ষণিক করণীয় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো- দুর্নীতি হলে বিষয়টি বিজিএমইএ'কে অবগত করে 'সালিশ সেল' কর্তৃক বিষয়টি সুরাহা করার পাশাপাশি তদারকি ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষকে (যেমন বিজিএমইএ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্তির জন্য জানানো। বায়ার কর্তৃক পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিক কারখানা নিরীক্ষণ/পরিদর্শন করা, প্রয়োজনে বায়ার কার্যাদেশ বাতিল এবং কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। কাঠামোগত সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বায়ারদের সাথে সমন্বিতভাবে একটি অনুসরণযোগ্য 'মডেল চুক্তিপত্র' তৈরি করা যেখানে পুরো প্রক্রিয়া দেওয়া থাকবে; চুক্তি করার সময় কারখানার সকল নিয়ম ও শর্ত পরিষ্কারভাবে নির্দেশিত চুক্তিপত্রে প্রদর্শন করা, বিজিএমই ও বায়ার-এর যৌথ উদ্যোগে বায়ারদের কমপ্লায়েন্স চাহিদা মেনে চলে এমন কারখানার একটি সমন্বিত তালিকা তৈরি করা ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, বিজিএমইএ কর্তৃক সংশোধিত শ্রম আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে সদস্যদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দেয়া, সনদপ্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করা। এছাড়াও অপরাপর সুপারিশসমূহের মধ্যে বায়ার/ভোক্তা কর্তৃক (অনৈতিক, অসাধু ও অন্যায্য আচরণ সংক্রান্ত) অভিযোগ দেওয়ার জন্য সহজে ও বিনামূল্যে প্রবেশযোগ্য সতর্কীকরণ হটলাইন স্থাপন করা, সরকারিভাবে সকল কারখানার জন্য এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রত্যেক কারখানার জন্য আলাদা শনাক্তকারী নম্বর থাকবে যেন তথ্যের কোনো ধরনের কারসাজি, নকল করা অথবা সংশোধন করা না যায়, কারখানার ন্যূনতম মজুরি সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগে তদারকি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে বায়াররা কিভাবে লাভবান হবেন?

উত্তর: গবেষণায় সুপারিশকৃত তাৎক্ষণিক করণীয় ও কাঠামোগত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এছাড়া দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধের মাধ্যমে পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাসে কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণের ফলে বায়ারদের পক্ষে নিজেদের দেশে ভোক্তাদের মধ্যে 'ক্লিন গার্মেন্টস' ইমেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এ গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সব বায়ার, তৈরি পোশাক কারখানা, নিরীক্ষক/পরিদর্শক ও অন্যান্য অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উপস্থাপিত তথ্য এ খাতের সাপ্লাই চেইনে বিদ্যমান দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত